22-7-77

বাবা তারকনাথ

—ঃ বাবা তারকনাথ ঃ—

পরিচালনা : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী

গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সঙ্গীত : নীতা সেন

নেপথ্যে কণ্ঠে : আশা ভোঁশলে, মান্না দে, আরতি মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জী, বনশ্রী সেন।

শ্রেষ্ঠাংশে : বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সুলোচনা চ্যাটার্জী, অনুপকুমার।

কাহিনী : বাবা তারকনাথের দোরে ধর্ণা দিলে তার আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা হলো মহামায়া। একটা মেয়ে মহামায়া। নাম রেখেছে সুধা। ছেলে বেলা থেকেই সুধার মনে ভক্তির ভাব। সে খেলাচ্ছলে মাটির শিবঠাকুর গড়ে। পূজো করে। ওর খেলার সাথী স্থানীয় জমিদারের ছেলে অমর ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। খেলাঘরের মধ্যে দিয়েই অমর আর সুধার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওদের জীবনের সূত্র বাধা পড়ে এক অদৃশ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে।

পরে পর্দ্দায় দেখুন—

গান-১—শিব শম্ভু ত্রিপুরার তারকেশ্বর জটাধারী জয় হরে, শিবশম্ভু···
অম্বরী গম্ভীর ডমরু বাজে, ববম্ ববম্ বম্ ধ্বনি মাঝে মাঝে, অম্বর···
কেদারনাথ জয় তারই শিব শম্ভু ত্রিপুরারী
তারকেশ্বর জটাধারী জয় হরে, শিব শম্ভু ত্রিপুরারী
তারকেশ্বর জটাধারী জয় হরে, শিব শম্ভু ত্রিপুরারী
তুমি সত্য তুমি শিব তুমি সুন্দর তুমি জ্যোতি
তুমি দাতা তুমি ত্রাতা, জগত পতি তুমি গতি
উজ্জ্বলদীপ্তি প্রশস্তভালে মত্ত নটরাজ নৃত্যের তালে
তারকেশ্বর জটাধারী জয় হরে, শিব শম্ভু ত্রিপুরারী···

গান-২—বাঁক কাঁধে চলরে জয় বাবা বলরে
ভোলে বাবা পারগা, গাজরী বাবা পার করেগা রে
চল সব সামনে, শুধু তার নাম নে, ভোলে বাবা পার করেগা
যার পরে আর কোন প্রার্থনা নেই, যার পায়ে পৌছুলে সব পথ শেষ
তারি নামে ধ্বনি ওঠে জয় তারকেশ্বর জয় তারকেশ্বর

ত্রিশুলধারী পার করেগা, জটাধারী পার করেগা রে—
বোবা বধির চলে চলে খোঁড়া অন্ধ. জরা ও রুগ্ন চলে, চলে ভাল মন্দ
বম্ বম্ তারক বম্, ভোলে ব্যোম তারকবম্
বন্ধ্যা নারীরা চলে চলে সাধু ভক্ত, পাপী আর তাপী চলে চলে অপগণ্ড
সকলেরই এক কথা বাবা তুমি বর দাও
যাবই তোমার কাছে যত জল ঝড় দাও
বাবা আমার বড্ড ভালো লোকের ভাল করে····
বাবার দয়া ঠিকই পাবে ডাকলে ভক্তি ভরে, বাবা আমার···
ধনী ও গরীব চলে শান্ত ও রুদ্র, দাতা ও কৃপণ চলে হীনচেতা ক্ষুদ্র
বম্ বম্ তারক বম্, ভোলে ব্যোম তারকবম্ বম.
চলে ওই নির্বোধ চলে জ্ঞান সিদ্ধ জননী ও জায়া চলে চলে যুবা বৃদ্ধ
সকলেই এক কথা প্রার্থনা নেই যার পায়ে পৌছুলে····
তারি নামে জয় ধ্বনি ওঠে জয় তারকেশ্বর
জয় তারকেশ্বর জয় তারকেশ্বর জয় পরমেশ্বর
ভোলে বাবা পার করেগা, ত্রিশূলধারী পার করে গা
ডমরুওয়ালা পার করেগা রে
ঐ দেখা যায় বাবার মন্দিরের চূড়ো এসে গেছি আর একটু পথ চল
জয় বাবা বল. আরও একটু পথ চল, জয় বাবা বল····

গান-৩—তিনি একটি বেল পাতাতেই তুষ্ট
আবার মেদিনীকে কাঁপান তিনি যখনই হন রুষ্ট
তিনি হলেন রাজার রাজা, (তাঁর) ইচ্ছে হলেই ভিখারী সাজ।
তিনি যে শিব করেন বিনাশ অশিব এবং রুষ্ট
কুসুম কোমল হলেও তিনি বজ্র হতে জানেন
জটা দিয়ে গঙ্গা ঠেকান, দুঃখীকে যে দয়া দেখান
এই বিশ্বজগৎ বিশ্বনাথের করুণাতে তুষ্ট, তিনি একটি ··

গান ৪—তুমি সূর্য্য চন্দ্র, তুমি গ্রহ প্রভু হে
তুমি শক্তি তুমি মুক্তি, তুমি মোহ প্রভু হে
(তুমি ফুলে আছো কাঁটায় আছো, জোয়ার আর ভাঁটায় আছো
তোমার লীলায় কত রঙের সমারোহ প্রভু হে
তোমার পায়ে নিজেকে যে করি সমর্পণ
এমন শান্তি কোথায় খুঁজে পায় না তো মন
(তুমি) দুখে আছো সুখে আছো, আশা হয়ে বুকে আছো
ফুরায় না তো তোমার পাওয়ার আগ্রহ প্রভুহে, তুমি সূর্য্য···

গান-৫—পঞ্চ প্রদীপের ধূপে. তোমারি আরতি করি মহাদেব
সকল আঁধার তুমি আলোয় দাওগো ভরি মহাদেব
ধিনাক ধিনাক ধিনা ধিনা ধিন, ধিতাং ধিতাং ধিনা
গাঁজার চিরল ২ পাতা, তাই না দেখে ভোলানাথের পাগল ২ মাথা
হলো পাগল পাগল মাথা টান দিতে চান গাঁজাতে
তাই নন্দী ভৃঙ্গি লেগেছে, তিন কলকে সাজাতে
তুলে দুটি হাত ধিন ধিনা ধিন তা ধিন তাধিন, নাচে তিন নাথ
মোদের জীবন ত্রাতা গাঁজার চিরগ চিরল পাতা তাইনা দেখে···
আমার নিঃশ্বাসে বাজে প্রভু, তোমারি যে শতনাম
বিশ্বাসে তুমি নাথ, আমারি যে গুনধাম, পঞ্চপ্রদীপে ধূপে···
দিয়ে গালে হাত ভাবি আমি, কেমন ক্ষ্যাপা স্বামী
ওর সাথে কেমন করে ঘর করব আমি
আহা রাগ করো না রাগ করো না
ভাং সিদ্ধি খেয়ে যে, সাপের পৈতে গলায় পরে
ছাই মেখেছে দেহে যে ২ উলটে ত্রিলোচন বম বম বম্ ববম্ ববম্ নাচেন পঞ্চানন
সবার মুক্তি দাতা, গাঁজার চিরল ২···তাই না দেখে···পঞ্চপ্রদীপে
জীবনে মরনে আমি ও দুটি চরণ ধরি মহাদেব···

গান-৬—চন্দ্র সূর্য্য ঐ দুটি চোখ, আমার পথের আলো

(তারে) যেন না দেয় ঢেকে, আমাদের অশ্রু মেঘের কালো
তুমি আমার প্রেরণা গো, ভুলেও এ হাত ছেড়োনা গো
ফুল ঝরিয়ে দিলেও কাঁটা, সেও তো আমার ভালো
তুমি আমার ইহকালের, পরকালের চির কালের সাথী
তোমায় ভেবে দুঃখ সুখের, মালা আমি গাঁথি
প্রদীপ তোমার চরণে গো, শেষ হয়ে যাক মরনে গো
সেই নেভা দীপ আমার প্রানে, আগুন করে জালো, তোমার চন্দ্র····

গান ৭—বোবা বলে দুঃখ কেন, নিজেই ঠাকুর বোবা যে
শব্দ নেই তার শুব্ধ বলে, রাতের এত শোভা যে
কাতর কণ্ঠে যতই ডাকো, মূর্খ কথা বলে নাতো
(তার) হাসি হলো চাঁদের আলো, শক্তি রবির প্রভা যে
গভীর যত হয়গো নদী, তাতে থাকে নাতো ঢেউ
পৃথিবীতে সত্য কথা বলে কি আজ কেউ
ভ্রমরের যে আছে কথা, ফুলের আছে নীরবতা
অলি বলে ফুল যে শোনে, ফুল তাই মনো লোভা যে, বোবা বলে

গান-৮—সীতাগো আমি তোমার মতই জনম দুঃখিনী এক নারী
এতো তোমারি শিক্ষা, এতো তোমারি দীক্ষা, রমনীর ভূষণ আঁখিবারি
রাখিতে রামের মান নির্বাসিতা হলে, মোর—
আত্ম নির্বাসন হব স্বামীঘাতিনী বলে
গুরুর গণনা বড়, না আমার সতীত্ব বড়
হোক পরীক্ষা তারি—বিষ্ণুপ্রিয়া গো—
তোমারে একা রেখে চলে মান নিমাই সব কিছু ছাড়ি
আমি তোমার মতই জনম দুঃখিনী এক নারী
আমার সিঁথিতে সিন্দুর আছে, হাতেও শাঁখা আছে
সংসার খেঁকেগ তবু নই সংসারী
যদি সিন্দুর সত্য হয়, সতী হই আমি—
সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে স্বামী—
সেই তো পতিব্রতা পতি হয়, পরমগুরু যারি, বিষ্ণুপ্রিয়াগো···
মহাকালী গো, তোমার চরনে আমি, জনম দুঃখিনী এক নারী
তুমিই সতী মাগো, তুমি শ্যামা, তোমার পতি যে ত্রিপুরারী
শঙ্করের নিন্দা শুনে প্রাণ দিলে তুমি, তোমার খণ্ডিত দেহ হল তীর্থভূমি
নিজের জীবন দিয়ে স্বামীর, জীবন যেন বাঁচাতে পারি, মহাকালী গো

গান ৯—বাঁক কাঁধে তোল, তারকেশ্বরে চলে সতী জয় বাবা ব'লে
ভাগ্যে তার কি আছে জানাতে চায় সে বাবার কাছে
ভোলেবাবা পার লাগা ও, ত্রিশূলধারী শক্তি জাগাও
বোম্ বোম্ তারকবোম্, ভোলেবোম্ তারকবোম্
চলে সতী মুখে তার বাবারই সেই নাম
ক্ষুধা,তৃষ্ণা ভুলে গেছে নেই যে বিরাম চলে সতী মুখে তার বাবারই সেই নাম
তার মন নিষ্পাপ আর তনু নিষ্কাম
ভক্তি শুধু আছে তার বাবাকে দেবার মতন
পতির কল্যাণই তার জীবনের ব্রত, বোম বোম তারকবোম···
ভোলেবাবা পার লাগাও, ত্রিশূলধারী শক্তি জাগাও, বোম ২····
ঝড়, রোদ, মেঘ জলে সতী যে এগিয়ে চলে
মানে না সে কোন বাধা শুধুই মনের বলে
ভক্তি শুধু আছে তার বাবাকে দেবার মতন
পতি কল্যানই তার জীবনের ব্রত, বোম বোম তারকবোম···
গঙ্গা কি শুকায় জলে ঘট থেকে পড়ে গেলে কি আসে যায়
দু-চেখের গঙ্গাজল সতী ঢেলে দেবে বাবার মাথায়
চোখের গঙ্গাই আছে বাবাকে দেবার মতন
পতি কল্যানই তার জীবনের ব্রত, ভোলেবাবা পার লাগাও···
কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরে পায়ে, তবুও পথ থেকে পথ সতী পার হয়ে যায়
কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরে পায়ে—তবুও চলা নাহি থামে

পতির প্রান ভিক্ষা চেয়ে নেবে তারকেশ্বর ধামে, তাই চলা নহী থামে
বিশ্বাসের চেয়ে আর কিছু নয় বড়, যা ভাল বোঝ বাবা তাই তুমি কর
ভোলে বাবা পার লাগাও·· বোম বোম তারকবোম

গান-১০— তুমি পাথর নাকি প্রাণ ভগবান, তুমি আছো কিনা কর তা প্রমাণ
আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান তুমি পাথর নাকি প্রাণ ভগবান
তুমি আছো কিনা কর তা প্রমাণ, আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান
তুমি প্রভু করলে দয়া সাবিত্রী আর অহল্যাকে
লাজ বাঁচাতে সাড়া দিলে দ্রোপদীরই কাতর ডাকে, তুমি প্রভু···
কেন আমার বেলায় পাথর তুমি কেন হে পাষাণ, আজ তোমার
দেখি তুমি জেতো নাকি হারো, আমার মাথায় সিঁদুর
তুমি মুছতে কেমন পারো, দেখি তুমি····
ভাঙ্গো আমার হাতের শাঁখা সাহস তোমার দেখি
যেহ্লাকে বর দিয়েছ ভুলে গেছ সেকি, ভাঙ্গো আমার···
দেখতে যে চাই আমার বেলায় কি কর বিধান
আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান, তুমি পাথর নাকি প্রাণ···
যে তুমি রাবণকে বিনাশ করেছো, আজ কোথায় উত্তর দাও
যে তুমি নরসিংহ অবতারের রূপ করেছো আজ কোথায় উত্তর দাও
যে তুমি কংসকে ধ্বংস করেছো, আজ কোথায় উত্তর দাও
যে তুমি মীরার বিষের পাত্র অমৃতে ভরেছো, আজ কোথায় উত্তর দাও
স্বর্গ মর্ত্ত তোমার রুদ্রতেজে জ্বলবে নাকি প্রভু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও
ত্রিনয়ন তোমার তবু খুলবে নাকি প্রভু হে পাষাণ, তুমি উত্তর দাও
উত্তর দাও, উত্তর দাও, উত্তর দাও দাও।

—ঃ ফুলশয্যা ঃ—

চিত্রনাট্য, পরিচালনা—সারথী সঙ্গীত—অসীমা ভট্টাচার্য্য

গান-১—বা বা বা বা বা বা বারে বা হে জগদীশ্বর একি তুমি করলে
টেণ্ডার দিলে না মিটিং ডাকলে না একলাই খুশীমত পৃথিবীটা গড়লে
বা বা বা বা বা বারে বা একলাই খুশীমত পৃথিবীটা গড়লে।
বা বা বা বা বা বারে বা জগদীশ্বর—একি তুমি করলে
তুমি করলে এই মানুষকে সৃষ্টি, মানুষ, অমানুষ, বনমানুষ
বুড়োমানুষ, ছেলে মানুষ, মেয়ে মানুষ। তুমি করলে এই মানুষকে সৃষ্টি···(২)
তাকে মুখ দিলে বলবার, চোখ দিলে দেখবার, দিলে শুভ দৃষ্টি।
এইবার ওগো প্রভু এইবার—বাড়ী খুঁজে দাও তুমি পাতবে যে সংসার—
ছাড়বে না তুমি কেটে পড়লে মিটিং ডাকলে না
একলাই খুশীমত পৃথিবীটা গড়লে বা বা বা বা বা······করলে
তুমি সিংহ বাঘকে দিলে গহন অরণ্য—
আর মৎস্যকে দিলে নদী থাকবার জন্য —আমাদেরও বাড়ী দাও
[illegible] একটু খোলা হবে একটু নিরিবিলি হবে আর
[illegible]ড়শীরা একটু বোবা, কালা, আর কানা হবে।
এমন একটি বাড়ী দিয়ে কর তুমি ধন্য—তোমার আশিষে ভালবাসা পাইনে
সেই ভালোবাসার আরো ভালোবাসা চাই যে,
এইবার ওগো প্রভু—এইবার বাড়ী খুজে দাও তুমি, আরও ভাল বাসবার।
ছাড়বোনা কেটে তুমি পড়লে, বা বা বা বা না ··পৃথিবীটা গড়লে।

গান-২—সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে
সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে, ওরে বউ বরণের ডালি সাজা
উলু দেরে শঙ্খ বাজা ওরে বউ বরণের ডালি সাজা উলু দেরে শঙ্খ বাজা
তোল না বরণ করে। সাতশো মেয়ে···একে এনেছি ঘরে
মিষ্টি রাতে উঠবে যখন একটু চাঁদের আলো মিষ্টি রাতে উঠবে যখন
একটু চাঁদের আলো ফুল শয্যার লগনটি এর লাগবে বড় ভালো (২)
চন্দনের কল্কা দিয়ে, চন্দনেরি কল্কা দিয়ে চাঁদ মুখ তাঁর দিস ভরিয়ে
খোপাতে দিস বিনি সুতোর, বন পুথির গোড়ে সাতশো মেয়ে···
···একে এনেছি ঘরে ভালোবেসে ধন্য হওয়া ভালোবাসা পাওয়া (২)
বহুদিনের স্বপ্ন এ যে বহু কালের চাওয়া (২
মনের মাঝে সব হারিয়ে (২) অনেক দিয়ে অনেক নিয়ে—

অনেক সুখের চোখের জলে উঠুক জীবন ভরে।
সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে। (২)

গান-৩—ওগো সুন্দরী মরি মরি, ওই সুখেরও লাগিয়া
আমেকা হতে হনলুলু দিনু পাড়ি
না না টালা হতে আমি টালিগঞ্জে দিনু পাড়ি…
হালকা লাগছে এ দুটি চরণ। লঘু হয়ে আসে দেহ
এইবার আমি উড়িব আকাশে…বাহুরও বাঁধনে বাঁধিব যতনে
খাটিবে না জুড়ি জাড়ি, তুমি যত বারই কর আড়ি, যত বড় মুখ হাঁড়ি
তবু খাটিবে না জুড়ি জাড়ি
রাগিলে তোমাকে এত অপরূপা লাগিবে ভাবিনি আগে
যত ভাল আগে লাগিত তোমাকে আরও বেশী ভাল লাগে
আমার ইচ্ছে করে যে অভিলাষ হয় তোমার হৃদয় দিয়া
আমি অর্ধে অর্ধে পুর্ণ হইব তোমার ও হিয়া (২)
হুঁ হুঁ চেঁচিয়ো না হে আমার জমাটিয়ে নেশা চেঁচিয়ো না হে
ভুল না রমনী খ্যাতিময়ী তুমি হইলা অবলা নারী
এ যে আমারই হৃদয় রেখেছি সমুখে তুলে নাও তাড়াতাড়ি
এতে ভরা আছে প্রেম ওজনটি তাই হয়েছে ছ'কেজি ভারী
তুলি নাও, তবু তুলে নাও, তবু তুলে নাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি…

গান-৪—ভাবনার পথ দিয়ে চলতে চলতে মন হারায় যখন জানি না কি হয় তখন
জানিনা কি হয় তখন কোন স্বপ্নকে চোখে করে
খুজতে খুজতে চোখে তাকায় যখন জানি না কি হয় তখন ..
কোথা থেকে কি যে হয় কে জানে কোন বাধা ভেসে যায় কে জানে
আর কোন দূর কত দূর
ভাবতে ভাবতে কাছে দাঁড়ায় যখন জানি না কি হয় তখন
জানি না একি ভয় একি পরাজয় বুঝি না একি ভয় একি নির্ভয়
ভেঙ্গে গেলে সব কিছু পাহারা শান হয়ে যায় কেন কথারা
শুধু এই প্রাণ সেই গান গাইতে গাইতে প্রাণ কাঁপায় যখন
জানিয়ে জানিয়ে জানি নে কি হয় তখন এক ভাবনায় পথ ধরে চলতে চলতে
মন হারায় যখন জানি না কি হয় তখন (২)।

BHOLANATH PUSTAKALAYA

373, Upper Chitpur Road

Calcutta—7

PRICE RS. - 0,60 ONLY